ছোট্ট সোনামনিদের
ইসলামী আদব-আখলাক সংক্রান্ত
গুরুত্বপূর্ণ ১০০ প্রশ্নোত্তর

(আক্বিদাহ, স্বালাত, আদব ও সিরাত)

গ্রন্থের নাম	ছোট্ট সোনামণিদের ইসলামী আদব-আখলাক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ১০০ টি প্রশ্নোত্তর (আক্বিদাহ, স্বালাত, আদব ও সিরাত)
মূল লেখক	আবু আনাস আব্দুল খালেক আল-ইমাদ (হাফিযাহুল্লাহ)
অনুবাদ	ইব্রাহিম বিন হাসান, ওয়াসিম আকরাম
সম্পাদনা	শাইখ ডক্টর জাকারিয়া বিন আবদুল জলিল মাদানী

ছোট্ট সোনামণিদের
ইসলামী আদব-আখলাক সংক্রান্ত
গুরুত্বপূর্ণ ১০০ প্রশ্নোত্তর

(আক্বিদাহ, স্বালাত, আদব ও সিরাত)

আবু আনাস আব্দুল খালেক আল-ইমাদ
(হাফিযাহুল্লাহ)

অনুবাদ

ইব্রাহিম বিন হাসান
ওয়াসিম আকরাম

সম্পাদনা

শাইখ ডক্টর জাকারিয়া বিন আবদুল জলিল মাদানী
অনার্স, মাস্টার্স, পিএইচ ডি (সিরাতুন নাবী সা: ও ইসলামের ইতিহাস)
মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরব

আলোকিত প্রকাশনী

ছোট্ট সোনামণিদের
ইসলামী আদব-আখলাক সংক্রান্ত
গুরুত্বপূর্ণ ১০০ প্রশ্নোত্তর
(আক্বিদাহ, স্বালাত, আদব ও সিরাত)

সার্বিক দিক নির্দেশনা
জুয়েল মাহমুদ সালাফি

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

আলোকিত প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: +৮৮ ০১৭৪৭-৩৭০৭২৭, +৮৮ ০১৭৫৫-১৬০৫৭৫

ISBN: 978-984-96117-7-6

অনলাইন পরিবেশক

আলোকিত বই বিতান, নিউলেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া) www.rokomari.com, www.wafilife.com, www.alokitoboibitan.com, ikhlasstore.com, Sunnah Bookshop, Ummahbd.com, Anaaba books.

গ্রন্থসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা, ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

প্রচ্ছদ: মাহমুদুর রহমান মঈন

মুদ্রিত মূল্য: ১০০ [একশত] টাকা মাত্র

100 IMPORTANT QUESTIONS AND ANSWERS REGARDING ISLAMIC ETIQUETTE FOR CHILDREN by Abu Anas Abdul Khaleq Al-Ebad, Translated into Bengali by Ibrahim bin Hasan & Washim Akram, Edited by Shaykh Doctor Zakaria bin Abdul Jolil Madani, Published by Alokito Prokashoni, Bangla Bazar, Dhaka. +88 01747 370727 Price 100 BDT, 5 USD Only.

সূচিপত্র

ভুমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়

তাওহীদ ও আক্বিদাহ সম্পর্কে ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্রতা ও স্বালাত সম্পর্কে ৩১

তৃতীয় অধ্যায়

যিকির-আযকার এবং উলুমুল কুরআন সম্পর্কে ৪৩

চতুর্থ অধ্যায়

আদব বা শিষ্টাচার সম্পর্কে ৫৭

পঞ্চম অধ্যায়

সিরাতুন নববী (জীবনী) সম্পর্কে ৬৯

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ৭৭

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সালাত শিক্ষা দাও এবং দশ বছর হলে তার (সালাতের) উপর তাদেরকে (প্রয়োজনে) প্রহার কর।

- সুনানে আবু দাঊদ, হাদীস নং ৪৯৫;
- সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫৮৬৮

ভুমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

কিশোরকাল থেকেই সন্তানদেরকে শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্রের সাথে গড়ে তোলার প্রতি উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে অনেক সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُم وَأَهلِيكُم نَارا ﴾ [التحريم: ٦]

হে মুমিনগণ! তোমারা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। (সূরা তাহরীম: ৬)।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাদের প্রতি যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো কিশোর সন্তান-সন্ততির অন্তরে আক্বিদাহ-এর বীজ বপন করে দেওয়া। যাতে করে তারা আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ভ্রান্তধারণা থেকে মুক্তি পেয়ে সুধারণার সাথে তাঁর প্রতি ভরসা রেখে গড়ে উঠতে পারে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ

بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ .

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বলেন: হে তরুণ যুবক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি-তুমি আল্লাহ তা'আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তবে আল্লাহ্ তা'আলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকটেই প্রার্থনা কর। জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি তারা সকলে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবে ততটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ্ তা'আলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (সুনানে আত-তিরমিজি: ২৫১৬, শাইখ মুক্ববীল আল-ওয়াদী সহীহ বলেছেন: সহীহ আল-মুসনাদ: ৬৮৫)।

প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) শৈশব ও কৈশোর জীবনেই সন্তান-সন্ততিকে ইবাদাতের প্রশিক্ষণ ও উত্তম চরিত্রের উপর গড়ে তোলতে আদেশ করেছেন।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

আমর ইবনু শু'আইব (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন: তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে স্বালাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের

বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (স্বালাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে। (সুনানে আবু দাউদ: হাদীস নং ৪৯৫, ইমাম আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ বলেছেন: সহীহ আবু দাউদ: হাদীস নং ৫০৯)।

অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ) বড়দেরকে (অভিবাবকদের) ছোট সন্তানদের হারাম বিধি-বিধান থেকে বিরত রাখার আদেশ করেছেন। তবে তিনি কখনো এ কথা বলেননি যে, তারা কিশোরকালে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ায় দোষণীয় নয়। বরং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِخْ كِخْ ارْمِ بِهَا أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.

আবূ হুরায়রাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনু 'আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যাকাতের খেজুর থেকে একটি খেজুর তুলে মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি থুথু করে ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সাদাক্বাহ বা যাকাত খাই না। (সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১০৬৯)।

হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) মানুষের মধ্যে ছোটদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে ভুলের উপর অটল থাকার স্বীকৃতি দেয় নি। অথচ দেখা যায় যে, অনেক মানুষ তাঁদের সন্তানদের ভুলের উপর স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। হতে পারে তা কথা, ব্যবহার, পোশাক কিংবা চরিত্রের ক্ষেত্রে। আর এর পক্ষে তাঁরা বলেন যে, তারা ছোট তাই এমন করছে। অথচ এটি সুসন্তান-সন্ততি গড়ে তোলার চরম ভুল পদক্ষেপ।

উমর বিন আবু সালামাহ-কে রাসূল (ﷺ) খাওয়া-দাওয়ার আদব শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোন কথা বলেন নি। হাদীসে এসেছে,

عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ يَقُوْلُ كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

উমার ইবনু আবূ সালামাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ছোট ছেলে থাকাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমাতে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে আহার কর এবং তোমার কাছের থেকে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম। (সহীহ বুখারী: হা/ ৫৩৭৬)।

আর যারা তাদের ছোট সন্তান-সন্ততিকে সঠিকভাবে গড়ে তোলতে অবহেলা করে, তাদেরকে তাদের সন্তানরা বড় হয়ে তাঁদের উপর যে অত্যাচার ও নির্যাতন-নিপীড়ন করে, তার জন্য তাদেরকে তাদের অত্যাচার ও নির্যাতন-নিপীড়নের উপর ধৈর্য ধারণের জন্য প্রস্তুত থাকা অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিন এর জন্য তাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِه وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِه وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শাসক সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই

রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫১৮৮)।

সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় খারাপ দিক হলো তাদেরকে বর্তমান সময়ে তাদের হাতে আধুনিক স্মার্টফোন তুলে দেওয়া। সময়ের গুরুত্ব না দিয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেওয়া। যা তাদের চরিত্র ও আক্বিদাহ-কে ধ্বংস করে দেয় এবং তাদের চালচলন ও স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যায়। তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে রহম ও হেফাজত করেন, তিনি ব্যতীত। এমনিভাবে খারাপ মানুষের সাথে চলাচল করা ও চরিত্রহীন সঙ্গী-সাথী গ্রহণ করাও এর অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে সন্তান-সন্ততিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভয়ানক দু'টি ফিতনা হলো:

১. (الشبهات) সংশয় তথা- সহীহ আক্বিদাহ-এর মাঝে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া এবং সীমালঙ্ঘন ও উগ্রবাদের দিকে আহ্বান করা।

২. (الشهوات) মনপ্রবৃত্তি তথা- মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট, হারাম উপার্জন, পদ-মর্যাদা এবং মর্যাদা ও প্রভাব ইত্যাদির প্রতি ঝুঁকে পড়া। তবে এর মধ্যে প্রথমটি সবচেয়ে বেশি মারাত্মক।

যদি পিতা-মাতা সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অবহেলা করে, তবে তাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

হাসান বাসরী (রাহিমাহুল্লাহ) কর্তৃক বর্ণিত, 'উবাইদুল্লাহ্ ইবনু যিয়াদ (রাহিমাহুল্লাহ) মাকিল ইবনু ইয়াসারের মৃত্যুশয্যায় তাঁকে দেখতে গেলেন। তখন মাকিল (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে এমন একটি

হাদিস বর্ণনা করছি; যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি যে, কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ্ জনগণের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আর সে কল্যাণ কামনার সঙ্গে তাদের তত্ত্বাবধান না করে, তাহলে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (সহীহ বুখারী: হা/ ৭১৫০)।

সুতরাং অভিভাবকদের কর্তব্য হলো কিশোর সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে আদর্শিত করা।

প্রথম অধ্যায়

তাওহীদ ও আক্বিদাহ সম্পর্কে

প্রশ্ন (১) : তোমার রব (পালনকর্তা) কে?

উত্তর: আমার রব (পালনকর্তা) আল্লাহ তা'আলা। দলিল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ قُلۡ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡغِي رَبّٗا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيۡءٖ﴾ [الانعام: ١٦٤]

আপনি বলুন: 'আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে রব হিসেবে খুঁজব? অথচ তিনিই সব কিছুর রব।' (সূরা আল-আনআম: ১৬৪)।

প্রশ্ন (২) : তোমার সৃষ্টিকর্তা কে?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা যিনি আমাকে এবং সমস্ত সৃষ্টিকূলকে সৃষ্টি করেছেন। দলিল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢ ﴾ [الزمر: ٦٢]

আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা। আর তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা আয-যুমার: ৬২)।

প্রশ্ন (৩) : তিনি আমাদেরকে কী জন্য সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: তিনি আমাদেরকে তাঁর ইবাদাত (দাসত্ব) করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। দলিল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

আর আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্যেই যে, তারা কেবল আমার ইবাদাত (দাসত্ব) করবে। (সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬)।

প্রশ্ন (৪) : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ কি ক্ষতি দূর করতে সক্ষম?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষতি দূর করতে পারবে না। দলিল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَإِن يَمسَسكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدكَ بِخَيرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضلِهِۦ ﴾

[يونس: ١٠٧]

আর যদি আল্লাহ্ আপনাকে কোন ক্ষতির স্পর্শ করান, তবে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। আর যদি আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ প্রতিহত করার কেউ নেই। (সূরা ইউনুস: ১০৭)।

প্রশ্ন (৫) : আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ কি গায়েবের (অদৃশ্য) খবর সম্পর্কে জানে?

উত্তর: আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন ব্যক্তি গায়েবের (অদৃশ্য) খবর সম্পর্কে জানে না। দলিল: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ قُل لَّا يَعلَمُ مَن فِي لسَّمَٰوَٰتِ وَلأَرضِ لغَيبَ إِلَّا للَّهُ ﴾ [النمل: ٦٥]

আপনি বলুন: 'আল্লাহ্ ব্যতিত আসমান ও যমীনে কেউই গায়েব জানে না।' (সূরা আন-নামল: ৬৫)।

প্রশ্ন (৬) : বান্দার উপর আল্লাহ তা'য়ালার কী হক (অধিকার) রয়েছে?

উত্তর: বান্দা আল্লাহ্ তা'য়ালার ইবাদাত করবে এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক (শিরক) করবে না। দলিল: মু'আয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদিস। রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

বান্দার উপর আল্লাহর হক (অধিকার) হলো, বান্দা তাঁর 'ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহ্ তা'য়ালার উপর

বান্দার হক (অধিকার) হলো, তার সাথে শরীক (শিরক) না করা ব্যক্তিদের শাস্তি না দেওয়া। (বুখারী: হা/২৮৫৬, মুসলিম: হা/৪৯)।

প্রশ্ন (৭) : তাওহীদ কত প্রকার?

উত্তর: তিন প্রকার। যথা-

(১) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, (২) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ ও (৩) তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত।

প্রশ্ন (৮) : তাওহীদ-এর কালিমা (বাক্য) কী?

উত্তর: তাওহীদ-এর কালিমা হলো لا إله إلا الله "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"। এর অর্থ: আল্লাহ্ তা'য়ালা ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। দলিল: আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ٦٢ ﴾ [الحج: ٦٢]

এজন্যে যে, নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে তা তো অসত্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, সুমহান। (সূরা আল-হাজ্জ: ৬২)।

প্রশ্ন: (৯) : لا إله إلا الله "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এর রুকন কয়টি?

উত্তর: দু'টি। যথা-

(১) না-বাচক ও (২) হ্যাঁ-বাচক।

অর্থাৎ لا إله লা ইলাহা-এর অর্থ হলো আল্লাহ্ তা'য়ালা ব্যতীত সকল কিছুর জন্য ইবাদাত নাকচ করা। আর إلا الله ইল্লাল্লাহু-এর অর্থ হলো কেবল আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য সব ইবাদাতকে সাব্যস্ত করা। দলিল:

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ.

যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, এ কথা স্বীকার করে

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্রতা ও স্বালাত সম্পর্কে

প্রশ্ন (৩১) : পায়খানাতে প্রবেশের সময় এবং বের হওয়ার সময় কী বলতে হয়?

উত্তর: প্রবেশকালের দোয়া:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ:- ('আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছ)।'

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ-জ্বিন ও দুষ্ট নারী-জ্বিনের অনিষ্ট থেকে। (সহীহ বুখারী: হা/১৪২)।

বের হওয়ার সময় দোয়া:

غُفْرَانَكَ

উচ্চারণ: (গুফরানাকা)।

(অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই)। (সূনানে আবু দাউদ: হা/৩০)।

প্রশ্ন (৩২): একজন মুসলিম ব্যক্তি কিভাবে অযু করবে?

উত্তর:

➢ প্রথমে অন্তরে অযু করার নিয়ত করা।

➢ বিসমিল্লাহি বলা।

- ➢ দু'কব্জি তিনবার ধৌত করা।
- ➢ ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা এবং নাঁকে তিনবার পানি দেয়া ও বাম হাত দিয়ে নাঁক পরিষ্কার করা।
- ➢ মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করা।
- ➢ কনুই পর্যন্ত আগে ডান হাত তিনবার ধৌত করা। অতঃপর অনুরূপভাবে বাম হাত ধৌত করা।
- ➢ দু'হাত দ্বারা দু'কান সহকারে একবার পরিপূর্ণ মাথা মাসাহ করা।
- ➢ টাখনু সহকারে তিনবার ডান পা ধৌত করা। অতঃপর অনুরূপভাবে বাম পা।
- ➢ অতঃপর এই দোয়া পাঠ করা:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বান্দা ও রাসূল।

প্রশ্ন (৩৩): অযু ভঙ্গের কারণগুলো কী?

উত্তর: অযু ভঙ্গের কারণ সাতটি। যথা-

১. পায়খানা ও মূত্রের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।

২. বিবেক শূণ্য হওয়া।

৩. গভীর ঘুম হওয়া।

৪. সরাসরি লজ্জাস্থান স্পর্শ করা; সামনে দিক হোক কিংবা পিছন দিক। '(কারো মতে, এটি অযু ভঙ্গের কারণ নয়। তম্মধ্যে সর্বোচ্চ 'উলামা পরিষদের সম্মানিত সদস্য, বিগত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফাক্বীহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও উসূলবিদ, আশ-শাইখ 'আল্লামাহ, ইমাম

তৃতীয় অধ্যায়

যিকির-আযকার এবং ঊলুমুল কুরআন

প্রশ্ন (৫১) : ঘুমানোর সময় এবং জাগ্রত হওয়ার সময় করণীয় কী এবং কী দোয়া পড়তে হয়?

উত্তর:

➢ ঘুমানোর সময় প্রথমে অযু করে এসে ডান কাঁধের উপর ভর করে এবং ডান হাতকে গালের নিচে দিয়ে শুয়ে যাওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করতে হবে। যথা-

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণ: (আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া)।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনার নামেই মরি, আপনার নামেই জীবিত হই। (সহীহ বুখারী: হা/৬৩১৪)।

➢ অতঃপর জাগ্রত হওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করতে হবে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“(আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না- বা’দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশূর)”।

সে আল্লাহর জন্য প্রশংসা, যিনি মৃত্যুর পর আমাদের জীবন দান করলেন এবং তাঁরই দিকে আমাদের পুনরুত্থান। (সহীহ বুখারী: হা/৬৩১৪)।

চতুর্থ অধ্যায়
আদব বা শিষ্টাচার সম্পর্কে

প্রশ্ন (৭১) : মানুষের মধ্যে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী ব্যক্তি কে?

উত্তর: মানুষের মধ্যে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী ব্যক্তি হলো পিতা-মাতা। দলিল:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ .

আবু হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! (মানুষের মধ্যে) সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাধিক অধিকারী ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তারপরও তোমার মা। তারপরও তোমার মা। তারপর তোমার পিতা। অতঃপর তোমার নিকটবর্তী জন। এরপর তোমার নিকটবর্তী জন। (সহীহ বুখারী: হা/৬৩৯৫)।

প্রশ্ন (৭২) : আলেম-ওলামা এবং বড় শায়েখদের প্রতি (ছোটদের) কর্তব্য কী?

উত্তর: তাঁদের ক্ষেত্রে কর্তব্য হলো সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। দলিল,

عنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ .

উবাদাহ বিন সামেত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত, আল্লাহর

এক সম্প্রদায় হবে; যারা ব্যভিচার, (পুরুষের জন্য) রেশমবস্ত্র, মদ এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার (হারাম হওয়া সত্ত্বেও) হালাল মনে করবে। (সহীহ বুখারী: হা/৫৫৯০)।

- এখানে (المعازف) বাদ্যযন্ত্র হলো প্রত্যেক বিনোদন ও প্রমোদমূলক বাদ্যযন্ত্র। যদি তা হালাল হতো, তবে অবশ্য তিনি তা হালাল মনেকারীদেরকে নিন্দা করতো না এবং মদ ও ব্যভিচার হালাল মনেকারীদের সাথে বাদ্যযন্ত্র হালাল মনেকারীদেরকে সম্পৃক্ত করতো না..। (ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ)।

প্রশ্ন (৮৯) : মুসলিমকে ধোঁকা দেওয়া কি বৈধ রয়েছে?

উত্তর: বৈধ নেই। দলিল,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। (সহীহ মুসলিম: হা/১০১)।

প্রশ্ন (৯০) : নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয়, তা অন্যের জন্যও পছন্দ করা কিসের অংশ?

উত্তর: ঈমানের অংশ। দলিল,

عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে। (সহীহ বুখারী: হা/১৩)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ لنَّبِيُّ أَولَىٰ بِلمُؤمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم وَأَزوَٰجُهُ أُمَّهَٰتُهُم ﴾ [الاحزاب: ٦]

নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও ঘনিষ্টতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মা। (সূরা আল-আহযাব: ৬)।

প্রশ্ন (৯৯) : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রশিদ্ধ যুদ্ধগুলো কী এবং কখন হয়েছে?

উত্তর: যে সব যুদ্ধ বেশি প্রশিদ্ধ সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

১. বদরের যুদ্ধ। হিজরির দ্বিতীয় বছরে ঘটেছিল।

২. উহুদের যুদ্ধ। হিজরির তৃতীয় বছরে ঘটেছিল।

৩. খন্দকের যুদ্ধ।হিজরির পঞ্চম বছরে ছিল।

৪. হুদাইবিয়ার সন্ধি। ষষ্ঠ হিজরীতে।

৫. খায়বারের যুদ্ধ। সপ্তম হিজরীতে।

৬. মক্কা বিজয়। অষ্টম হিজরীতে।

৭. হুনাইনের যুদ্ধ। এটিও অষ্টম হিজরীতে।

৮. তাবুকের যুদ্ধ। নবম হিজরীতে।

৯. (হিজ্জাতুল বিদা'ঈ) বিদায়ী ভাষণ। দশম হিজরীতে।

প্রশ্ন (১০০) : জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীদের নাম কী?

উত্তর: (১) আবু বকর, (২) উমর বিন খাত্তাব, (৩) উসমান বিন আফফান, (৪) আলী বিন আবি তালেব, (৫) আবু উবাইদাহ বিন জার্রাহ, (৬) ত্বালহা, (৭) যুবায়ের বিন আওয়াম, (৮) সা'দ বিন মালেক, (৯) আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং (১০) সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম)।

দলিল,

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَهُ فِي، نَفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ . قَالَ فَعَدَّ هَؤُلاَءِ التِّسْعَةَ وَسَكَتَ عَنِ الْعَاشِرِ فَقَالَ الْقَوْمُ نَنْشُدُكَ اللهِ يَا أَبَا الأَعْوَرِ مَنِ الْعَاشِرُ قَالَ نَشَدْتُمُونِي بِاللهِ أَبُو الأَعْوَرِ فِي الْجَنَّةِ .

সাঈদ ইবনু যাইদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদল লোকদের মাঝে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দশজন লোক জান্নাতী। (তারা হলেন) আবূ বকর জান্নাতী, উমার জান্নাতী এবং আলী, উসমান, যুবাইর, ত্বালহা, আবদুর রহমান, আবূ উবাইদাহ ও সা'দ ইবনু আবী ওয়াককাস (রাযিঃ)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি উক্ত নয়জনকে গণনা করেন এবং দশম লোক প্রসঙ্গে নীরব থাকেন। সে সময় লোকেরা বলল, হে আবূল আওওয়ার! আপনাকে আমরা আল্লাহর নামে কসম দিয়ে বলছি, দশম লোক কে? তিনি বলেন, তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে কসম দিয়ে প্রশ্ন করেছ। আবূল আওয়ার জান্নাতী। (সূনানে আত-তিরমিজি: হা/৩৭৩৮, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন)।

আবূ ঈসা বলেন, আবূল আওয়ার হলেন সাঈদ ইবনু যাইদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

তাছাড়াও সাহাবীগণ সকলেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿ وَلسَّٰبِقُونَ لأَوَّلُونَ مِنَ لمُهَٰجِرِينَ وَلأَنصَارِ وَلَّذِينَ تَّبَعُوهُم بِإِحسَٰن رَّضِيَ للَّهُ عَنهُم وَرَضُواْ عَنهُ وَأَعَدَّ لَهُم جَنَّٰت تَجرِي تَحتَهَا لأَنهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدا ذَٰلِكَ لفَوزُ لعَظِيمُ ١٠٠ ﴾ [التوبة: ١٠٠]

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের